সালাফদের চোখে
জীবন ও জীবিকা

শাইখ আবদুল মালিক আল কাসিম

অনুবাদ

মুহাম্মাদ আল-আমীন

এনফিল্ড
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়.....৭
অনুবাদকের আরয ৯
ভুমিকা.....১৭
জীবিকা : লক্ষ্য না উপায়? ২০
সম্পদের প্রতি সালাফদের ভয় ৩০
জীবিকার উপকরণ.....৩৪
তাকওয়া.....৩৪
তাওবা ও ইস্তিগফার.....৩৪
গুনাহ বর্জন ৩৫
সালাফদের থেকে আমরা কতদূরে? ৩৭
অনুপম সততা.....৫৫
কোথায় তাদের তাকওয়া আর কোথায় আমরা!.....৫৬
তাদের তাকওয়া থেকে আমরা যে কতদূরে!.....৭০
ধনসম্পদের প্রাচুর্য ও তার তিক্ত ফলাফল.....৭৫
সম্পদের উপকারিতা.....৮২
মহালাভের উৎস : ব্যাবসা নয়, শুধুই ইবাদাত.....১০৭
সম্পদের অপকারিতা ও ভয়াবহ পরিণতি.....১১৩
লোভ ও তার প্রতিকার.....১১৮
লোভ ও অতৃপ্তি থেকে মুক্তিলাভের উপায়.....১১৮

ভুমিকা

আলহামদুলিল্লাহ।

তিনি আমাদের ওপর বর্ষণ করেছেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অগণন নিয়ামাত। তিনি আমাদের ইসলাম দান করেছেন, দ্বীন হিসেবে একে পরিপূর্ণ করেছেন। আকাশ থেকে বর্ষিত করেছেন কল্যাণের স্নিগ্ধ বারিধারা, আর মাটির বুকে লুকিয়ে রেখেছেন অফুরন্ত ভান্ডার। তাই সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত কৃতজ্ঞতা—শুধু তাঁরই জন্য, যিনি অনুগ্রহে পরিপূর্ণ, রহমতে সীমাহীন।

দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবীজির ওপর, যিনি বিশ্বজগতের জন্য রহমাত হয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর পবিত্র পরিবার ও সৎ সহচরগণের ওপর, যারা সত্যের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলেন আল্লাহর পথে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজ জ্ঞানের গভীরতা ও প্রজ্ঞার সূক্ষ্মতায় মানুষের রিযিক বণ্টন করেন। তিনি জানেন—কার হাতে কতটা দেওয়া কল্যাণকর, আর কার জন্য বঞ্চনাই উত্তম। কাউকে দেন অফুরন্ত বরকতের ঝরনাধারা, আবার কাউকে দেন মেপে মেপে, কণিকা কণিকা করে। কেউ পান প্রস্রবণের স্রোতের মতো, কেউ পান শিশিরবিন্দুর মতো অল্প পরিমাণে। তবু সবাই আবদ্ধ তাঁর তাকদিরের অদৃশ্য সুতোয়।

আর আল্লাহ মানুষকে বানিয়েছেন মানুষেরই প্রয়োজনের সেতুবন্ধনে। একজনের অভাব মেটে অন্যজনের প্রাচুর্যে, একজনের ক্ষুধা নিবারণ হয় অপরের মহিমাময় দানে। এই পরস্পরের সহায়তার বুননে এবং

পারস্পরিক নির্ভরতার মায়াবী বন্ধনেই টিকে আছে মানবসমাজ, দাঁড়িয়ে আছে সহমর্মিতা ও সহানুভূতি। এভাবেই মানুষের সম্পর্কের প্রতিটি রেখায় উন্মোচিত হয় আল্লাহর অসীম প্রজ্ঞা ও অগাধ সৌন্দর্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

আমিই তাদের পার্থিব জীবিকার বণ্টন করেছি এবং একের ওপর অন্যকে বিভিন্ন স্তরে উন্নত করেছি, যেন কেউ কারো অধীনে কাজ করে। আর আপনার প্রভুর রহমতই তাদের সমস্ত সঞ্চয়ের চেয়ে উত্তম।[৩]

অর্থের ব্যাপারটা বড়ই সংবেদনশীল। এ নিয়ে আখিরাতের প্রশ্নও কঠিন ও গুরুতর। রসূলুল্লাহ ﷺ হাদিসে সম্পদের সংবেদনশীলতা সম্পর্কে বলেছেন—

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ خِصَالٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عَمَلِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ

“কিয়ামতের দিন কোনও মানুষের (সামান্য পরিমান) পা নাড়াবার ক্ষমতা থাকবে না, যতক্ষণ না তাকে চার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।

প্রথমত—তার জীবন, কীভাবে ব্যয় করেছে।

দ্বিতীয়ত—তার যৌবন, কীভাবে ব্যয় করেছে।

তৃতীয়ত—তার সম্পদ, কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে।

---

[৩] সূরা যুখরুফ: ৩২

চতুর্থত—তার কর্ম, সে কীআমল করেছে।”

এ উপলক্ষেই আমি “কোথায় আমাদের সালাফরা, আর কোথায় আমরা?” শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনার একুশতম খণ্ড পেশ করছি।[৪]

আল্লাহ আমাদের দুনিয়ার সব প্রচেষ্টা বরকতময় করুন। আর সেই প্রচেষ্টাকে করে দিন তাঁর আনুগত্যে সহায়ক এবং তা হোক আমাদের শক্তির উৎস ও আমাদের পথের আলো।

—আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-কাসিম

[৪] এটি শাইখের একটি সিরিজ, যা বিশ্বব্যাপী অনেক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। এ সিরিজে তিনি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সালাফদের থেকে আমাদের দূরত্ব চিহ্নিত করে সমাধানের পাঠ তুলে ধরেছেন। বক্ষ্যমাণ বইটি এই সিরিজেরই একুশতম খণ্ড। ।—সম্পাদক

জীবিকা : লক্ষ্য না উপায়?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য উপার্জনকে ফরজ করেছেন। তিনি জীবনযাত্রার জন্য রিযিক অনুসন্ধানকে করেছেন অপরিহার্য। যেন তারা এ উপার্জনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে এবং সেই শক্তিকে ব্যয় করে তাঁর আনুগত্যে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"আর আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে রিযিক অনুসন্ধান করো, আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[৫]

অতএব, আল্লাহ তাআলা উপার্জনকে বান্দার জন্য বানিয়েছেন ইবাদাতের এক মহান মাধ্যম। জীবিকার প্রচেষ্টা আর ঘাম ঝরানো পরিশ্রমও যদি হয় হালাল পথে, তবে তা হয়ে ওঠে আনুগত্যের সোপান। এভাবেই দুনিয়ার শ্রম পরিণত হয় আখিরাতের সুগন্ধময় পুষ্প কাননে।

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও তার অর্থপ্রেম সম্পর্কে ইরশাদ করে বলেছেন—

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

আর নিশ্চয়ই মানুষ সম্পদের প্রতি প্রবল আসক্ত।[৬]

---

[৫] সূরা জুমুআ : ১০

[৬] সূরা আদিয়াত : ৮

আবার তিনি তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন এক মহৎ ফরজ ইবাদাত—জুমার নামাজ শেষ হওয়ার পর— "তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে (রিযিক) অনুসন্ধান করো।"[৭]

ইমাম বাগভী রহমিাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "অর্থাৎ, যখন নামাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো, ব্যাবসা-বাণিজ্য করো, এবং নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে উদ্যোগী হও।"[৮]

ইমাম আররাক ইবনু মালিক রহমিাহুল্লাহ জুমার নামাজ শেষে যখন মসজিদ থেকে বের হতেন, তখন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, আপনার ফরজকৃত নামাজ আদায় করেছি এবং আপনার হুকুম মেনে জীবিকার সন্ধানে বের হয়েছি। অতএব, আমাকে আপনার অশেষ অনুগ্রহে রিযিক দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা।"[৯]

ইসলাম কঠোরভাবে পরিশ্রম ও উপার্জনের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করে। বৈরাগ্যতা বা অলসতার কোনো ঠাঁই ইসলামে। ইসলাম হলো কর্মের ধর্ম। সচলতার ধর্ম। দুনিয়ায় ঘাম ঝরিয়ে কল্যাণ স্থাপন করার জন্য সে আহ্বান করে প্রতিটি মানুষকে। যেখানে প্রতিটি হালাল পরিশ্রম ইবাদাতে রূপ নেয়, আর প্রতিটি ঘামবিন্দু হয়ে ওঠে সাওয়াবের মুক্তো।

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ ".

"তোমাদের কেউ যদি রশি নিয়ে পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনে এবং তা বিক্রি করে—ফলে আল্লাহ তাকে (দারিদ্র হতে) রক্ষা করেন—এটা মানুষের কাছে

---

[৭] সূরা জুমুআ : ১০

[৮] মুখতাসারু তাফসীরে বাগভী : ২/৯৪৫

[৯] তাফসিরু ইবনি কাসীর : ৪/৪৭১

উদ্দেশ্যে বাজারে নিয়ে এসেছেন। এক ব্যক্তি এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি গাধাটিকে আমার জন্য পছন্দ করবেন? আমার কাছে বিক্রি করবেন?" মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসী রহিমাহুল্লাহ শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "যদি আমি সত্যিই এটি পছন্দ করতাম, তবে কখনোই বিক্রি করতাম না।"[৭৫]

২. একদিন মাজমা আত-তাইমী একটি ছাগল বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে এলেন। অতঃপর নিজেই নিজের ছাগলের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন, "নিশ্চিত না, তবে আমার ধারণা এর দুধে কিছুটা নোনা স্বাদ আছে।"

৩. ইউসুফ ইবনু উবাইদ রহিমাহুল্লাহ একদিন একটি ছাগল নিয়ে বাজারে এলেন। তিনি এক বিক্রেতাকে বললেন—"তুমি আমার ছাগলটি বিক্রি করে দাও। তবে শুনে রাখ, সত্য গোপন করবে না। ক্রেতাকে আগেই বলে দেবে—এই ছাগল খাবারের পাত্র উল্টে ফেলে, খুঁটির সাথে ঘষাঘষি করে ভেঙে ফেলে। বিক্রি করার আগেই সব ত্রুটি স্পষ্ট করে দেবে। তবেই তুমি নিজেকে দায়মুক্ত করতে পারবে।বিক্রি হয়ে গেলে পরে 'আমি জানতাম না', এই অজুহাত দেখিও না। ক্রেতা যেন পূর্বেই সব জানে, তারপর সিদ্ধান্ত নিক; কারণ সত্য লুকোনো নয়, সত্য প্রকাশই ব্যাবসার সৌন্দর্য।"[৭৬]

কোথায় তাদের তাকওয়া আর কোথায় আমরা!

সারী ইবনু ইয়াহইয়া বলেছেন, "ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লাহ একবার চল্লিশ হাজার দিরহামের বিশাল লাভ হাতছাড়া করেছিলেন—শুধু এই আশঙ্কায় যে, তার ভেতরে সামান্যতম সন্দেহজনক উপাদান প্রবেশ করেছে।"[৭৭]

মাইমুন ইবনু মিহরান রহিমাহুল্লাহ বলেন—"কোনো মানুষ কখনোই প্রকৃত মুত্তাকি হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের হিসাব-নিকাশে এতটাই কঠোর হয়ে ওঠে, যেমন একজন সতর্ক ব্যাবসায়ী তার ব্যাবসার অংশীদারের ওপর কঠোর নজর রাখে।

---

[৭৫] ইবনু আবিদ দুনিয়া, আল-ওয়ারা', পৃষ্ঠা : ১০৪

[৭৬] প্রাগুক্ত।

[৭৭] সিফাতুস সফওয়াহ : ৩/২৪৪

তার উচিত, নিজের প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখা—নিজের পোশাক কোথা থেকে এলো? খাদ্য কোন উৎস থেকে আসছে? আমি যে পানি পান করি, সেটিও হালাল উৎস থেকে প্রবাহিত হচ্ছে কি না?"[৭৮]

ঘরের নেককার স্ত্রী ও মেয়েদের অন্যতম বড়ো দায়িত্ব হলো, ঘরের কর্তার উপার্জনের হালাল-হারামের ব্যাপারে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা। নিয়মিত তাকে সতর্ক করতে থাকা। বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আর হালালের পথে যেনো তিনি অটল থাকতে পারেন, সেজন্য তাকে পূর্ণ সাপোর্ট দেওয়া এবং তার পাশে দৃঢ় সহায় হয়ে দাঁড়ানো।

একটি মেয়ে একদিন তার বাবাকে বলল, "বাবা! আমি চাই না আপনি এমন খাবার গ্রহণ করেন, যা হালালের সীমা অতিক্রম করে ফেলে।"

বাবা তখন নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "ধরো, আমাদের হারাম ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। জীবন রক্ষার জন্য হারামই গ্রহণ করতে হবে, তখন কী করবে?"

মেয়েটি শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "বাবা, আমরা ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার ক্ষুধা ও অভাবে ধৈর্য ধরব, কারণ এই ক্ষুধায় ধৈর্য ধরা আখিরাতের আগুনে ধৈর্য ধরার চেয়ে অনেক সহজ।"

মু'আফী ইবনু ইমরান রহিমাহুল্লাহ বলেন—আমি আমার পূর্বসূরি সালাফদের মধ্যে এমন দশজন মহাপুরুষকে দেখেছি, যারা হালাল-হারামের প্রশ্নে ছিলেন পর্বতের মতো দৃঢ়, সূর্যের মতো স্বচ্ছ। তারা কোনো খাদ্যে হাত বাড়াতেন না, যতক্ষণ না নিশ্চিত হতেন—এটি নিঃসন্দেহে হালাল।

হালাল-হারাম প্রশ্নে তারা ছিলেন এতটাই সতর্ক, যা ক্ষুধাকেও ম্লান করে দিত। যদি হালাল কিছু না পেতেন, তবুও তারা হারামের কাছে যেতেন না; প্রয়োজনে মাটি খেয়ে দিন কাটাতেন, কিন্তু হালালের সীমা কখনোই অতিক্রম করতেন না।

---

[৭৮] আস-সিয়ার : ৫/৭৪

উল্লেখ করলে বললেন, "অমুকও শহীদ।" কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "না, মোটেও নয়! আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি, কারণ সে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে একখানা চাদর (বা আবায়া) চুরি করেছিল।"[৯৫]

তাদের তাকওয়া থেকে আমরা যে কতদূরে!

হযরত বিশর ইবনুল মুফাযযাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিখ্যাত তাবিয়ী ইউনুস ইবনু উবাইদ রহিমাহুল্লাহর কাছে একবার এক নারী একটি মূল্যবান পশমি মিতরাফ (চাদর) নিয়ে এলেন এবং তাকে এটি কেনার জন্য আবেদন করলেন।

তিনি বিনীতভাবে বললেন, "দাম কত?

মহিলা বলল, দাম চাইছি ষাট দিরহাম।"

ইউনুস রহিমাহুল্লাহ চাদরটি হাতে নিয়ে পাশে বসা প্রতিবেশীকে বললেন, "তুমি একটু দেখো তো, এর আসল মূল্য কত হতে পারে?"

প্রতিবেশী চাদরটি ভালোভাবে দেখে বলল, "এর দাম কমপক্ষে একশ বিশ দিরহাম হবে।"

ইউনুস রহিমাহুল্লাহ চাদরটির দিকে ভালোভাবে তাকালেন। তারপর ওই নারীকে বললেন—"এটার দাম ষাট নয়; বরং কমপক্ষে ১২৫ দিরহামের মতো হবে। তুমি যাও, তোমার অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শ করো, তারা যদি রাজি থাকে, তবে আমি চাদরটি এই (১২৫ দিরহাম) দামেই কিনব।"

নারী বিস্মিত হয়ে বললেন, "তারা তো আমাকে বলেছে, ষাট দিরহামেই বেচে দিতে।"

ইউনুস রহিমাহুল্লাহ আবারও তাকে বললেন— "তবুও ফিরে যাও, তোমার অভিভাবকের অনুমতি নিয়েই আসো।"[৯৬, ৯৭]

---

[৯৫] সহিহ মুসলিম : ১১৫

[৯৬] আস-সিয়ার : ২/২৯০; আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৩/১৬

[৯৭] সালাফে সালেহিনের জীবনীতে এমন বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তারা কোনো

অন্য একটি ঘটনা—একবার বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারি রহিমাহুল্লাহর কাছে এক চালান পণ্য পৌঁছল। এটি পাঠিয়েছিলেন তার পিতার ঘনিষ্ঠ শাগরিদ, আবু হাফস রহিমাহুল্লাহ।

পণ্যের খবর ছড়িয়ে পড়তেই কিছু ব্যাবসায়ী তার কাছে এলো। তারা বলল—"আমরা এই পণ্যটি নিতে চাই। আপনাকে আমরা এর বিনিময়ে পাঁচ হাজার দিরহাম অতিরিক্ত মুনাফা দেবো।"

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বললেন, "আজ রাতে তোমরা ফিরে যাও। আমি ভেবে দেখছি।"

পরদিন সকালে আবার অন্য একদল ব্যাবসায়ী এলেন। তারা প্রস্তাব দিলেন, "আমরা এই পণ্যটির জন্য দশ হাজার দিরহাম অতিরিক্ত মুনাফা দেবো।"

ভাবুন তো! দ্বিগুণ লাভ!

কিন্তু ইমাম বুখারী নির্লপ্ত চিত্তে বললেন—"না, আমি তো গত রাতে ইচ্ছা করেছিলাম, পণ্যটি প্রথম দলকেই দেবো। তাই আমি আমার নিয়াত ভঙ্গ করতে চাই না।" অতঃপর তিনি পণ্যটি প্রথম দলের কাছেই বিক্রি করেন, যদিও তাতে তার অর্ধেক লাভ কমে গেল।[৯৮]

পণ্য ক্রয়ের সময় বিক্রেতার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন—বিশেষত যখন বুঝতে পেরেছেন যে বিক্রেতা অজ্ঞতা, সরলতা বা পরিস্থিতির শিকার হয়ে প্রকৃত বাজারমূল্যের চেয়ে কম মূল্য বলছেন। এসব ঘটনা তাদের উচ্চতর তাকওয়া, সততা ও অপরের ক্ষতি এড়ানোর মানসিকতার প্রতিফলন; তবে এগুলোকে সর্বাবস্থায় বাধ্যতামূলক বিধান হিসেবে বিবেচনা করা সঠিক নয়।

এক্ষেত্রে একটি মাসআলা জেনে রাখা কর্তব্য যে, ফিকহের দৃষ্টিতে মূল্য সাধারণত দুই ধরনের হতে পারে—১. প্রচলিত বাজারমূল্য (قيمة), এবং ২. বিক্রেতার সম্মত বিক্রয়মূল্য (ثمن)।

যদি বিক্রেতা পূর্ণ জ্ঞান ও স্বেচ্ছায় বাজারমূল্যের চেয়ে কম দামে পণ্য বিক্রি করতে চান, তাহলে সেই দামে ক্রয় করা বৈধ। তবে যদি বিক্রেতা অজ্ঞতার কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যা ফিকহে "গবনে ফাহিশ (غبن فاحش)" নামে পরিচিত, তাহলে জেনে-শুনে সেই লেনদেন সম্পন্ন করা বৈধ নয়। ।—সম্পাদক

[৯৮] মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল বারী, পৃষ্ঠা : ৭৪৯

ধনসম্পদের প্রাচুর্য ও তার তিক্ত ফলাফল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ فَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ﴾

"আর তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে উৎফুল্লতায় আছে, অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন তো কেবলই সামান্য ভোগমাত্র।"[১০২]

ধনসম্পদ, অট্টালিকা, প্রাসাদ—সবই ক্ষণস্থায়ী মোহমায়া। বছর কেটে যায়, দিন ফুরিয়ে যায়, নিঃশ্বাস থেমে যায়—একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। তারপর শুরু হয় কঠোর হিসাব-নিকাশ, আর অপেক্ষা করে চূড়ান্ত প্রতিদান—যেখানে ধনসম্পদ কোনো কাজ আসে না, শুধু মূল্যায়ন হয় আমল-নামার।

খালিদ ইবনু সাফওয়ান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "একবার এক রাতে আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। নিস্তব্ধ রাত, চিন্তার স্রোতে হঠাৎ মনে এক ক্ষণস্থায়ী বাসনা উঁকি দিলো—"ইশ! যদি আমি এই পৃথিবীর অকূল সমুদ্রসম ধনসম্পদের মালিক হতাম! যদি আমার হাতে থাকত লাল সোনার খনি!" কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার নিজেই নিজের মনে প্রশ্ন তুললাম, "আমি আসলে কীসের মালিক হতে চাই? আমার জীবন তো এতটুকুই, যার প্রয়োজন কেবল

[১০২] সূরা রা'দ : ২৬

সম্পদের উপকারিতা

উপকারিতার বিবেচনায় ধনসম্পদ দুই ভাগে বিভক্ত—

১. দুনিয়াবি উপকারিতা

২. দ্বীনি উপকারিতা

দুনিয়াবি উপকারিতা : মানুষ স্বভাবতই এগুলো চেনে, আর সেই চেনা জ্ঞানই জন্ম দেয় প্রতিটি হৃদয়ে এগুলোর প্রতি এক অকৃত্রিম প্রতিযোগিতা।

দ্বীনি উপকারিতা : এর তিনটি ধরন বা প্রকার রয়েছে—

প্রথম প্রকার : দ্বীনি স্বার্থে নিজের জন্য ব্যয়

এটি হতে পারে, সরাসরি ইবাদাতের জন্য। যেমন—হজ, জিহাদ বা অন্যান্য ফরজ কাজ, অথবা ইবাদাতকে সহায়তা করার জন্য; যেমন—খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান ও জীবিকার অন্যান্য অপরিহার্য প্রয়োজনে ব্যয়।

যদি জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলো সহজভাবে পূরণ না হয়, তবে মন-মস্তিষ্ক সম্পূর্ণভাবে দ্বীন ও ইবাদাতের প্রতি নিবেদিত থাকতে পারে না। কারণ, যে জিনিস ছাড়া ইবাদাত করা অসম্ভব বা কঠিন, তা অর্জনের জন্য যে পরিশ্রম করা হয়, সেই পরিশ্রমও ইবাদাতেরই অংশ।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেককে দেখা যায়—তারা দ্বীনের নাম নেয়, অথচ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসেই মত্ত থাকে। মুখে 'দ্বীন' উচ্চারণ করলেও, তাদের জীবনযাপন দেখলে মনে হয়, এ উচ্চারণ যেন এক নির্মম প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

মুহাম্মাদ ইবনু আবী হাতিম বলেন, "সেই বিপুল অর্থ উদ্ধারের জন্য আমি বা অন্য কেউ ইমাম বুখারীর কাছ থেকে একটি দিরহামও নিইনি।"[১২৫]

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহর ব্যাবসার উদ্দেশ্য ছিল কেবল দুনিয়াবি লাভ অর্জন করা নয়—বরং আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ ও উপকার সাধন। তাঁর বাণিজ্য ছিল সদকাহ ও সেবার এক জীবন্ত উপাখ্যান।

তিনি নিয়মিতভাবে আলেম, হাদিসশিক্ষক ও ছাত্রদের সহায়তা করতেন। প্রতি মাসে তাঁর আয়ের মধ্য থেকে পাঁচশ' দিরহাম ব্যয় হতো গরিব, অসহায়, ছাত্র ও হাদিসবিদদের জন্য। এভাবেই তিনি জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ জাগাতেন, নববী শিক্ষার প্রচারে নিজেকে নিযুক্ত করতেন, এবং আলেম সমাজের প্রতি অসাধারণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন।

নিজ জীবনে তিনি কখনো বিলাসিতা চিনতেন না। খাবার, পোশাক বা আরাম—সবক্ষেত্রেই ছিলেন অতি সংযমী। ধৈর্য, ত্যাগ এবং পরিশীলিত জীবনাচার যেন তাঁর স্বভাবেই মিশে ছিল।

কবি যেন হৃদয়ের কালিতে এঁকেছেন জীবনের অনিবার্য বাস্তবতা!

هَبْ أَنَّكَ قَدْ مَلَكْتَ الأَرْضَ طُرًّا طَبِيعَةً لَهَا

وَدَانَ لَكَ البِلادُ فَكَانَ مَاذَا؟

أَلَيْسَ غَدًا مَصِيرُكَ تُرَابًا؟

وَيَحْثُو التُّرَابَ هَذَا ثُمَّ هَذَا

ধরা যাক, তব পদতলে এলো সমগ্র জাহান,

দেশ-মহাদেশ মেনে নিলো সবে তুমিই যে মহান

বলো এরপর হবে কী?

[১২৫] সুবকী, আত-তাবাকাতুল কুবরা : ২/২২৬